১৪-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চার -- সেবার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করতে থাকো । ভারতকে দৈবী স্বরাজ্য বানানোর জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হও"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তাদের কাছে একটি আশা রাখেন ?

উত্তর :- বাবা এই স্মৃতি দেন যে বাচ্চারা, তোমরা কল্পে কল্পে মায়াজিত আর জগতজিত হয়েছো । তোমরা মাতা - পিতার হৃদয় আসনের জয় পেয়েছো তাই এখন তোমরা মায়ার তুফানে ভয় পাবে না । কখনোই মায়ার বশে এসে কুলকে কলঙ্কিত করো না । অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা এই বুড়ো বাবার দাড়ির লাজ রেখো । এমন কোনো কাজ করো না যাতে বাবার নাম বদনাম হয়ে যায় । তোমরা যোগ বলের দ্বারা বিকারকে দূর করে, বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী হও ।

গীত :- (দর পে আয়ে হ্যায় কসম লে, দিল হাথেলি পর লে, শুনলে, হম না যায়েঙ্গে) প্রতিজ্ঞা নিয়ে তোমার দ্বারে এসেছি ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জেনে গেছে যে, বেহদের বাবার থেকে বাচ্চারা অবশ্যই ভালোবাসা পায় । হদের লৌকিক বাবা যেমন তার নিজের বাচ্চাদের ভালোবাসেন । তাদের খুব ভালোভাবে দেখভাল করেন, তাদের সেবা করেন, মনে করেন যে, এতে আমাদের কুল বৃদ্ধি পাবে । ভক্তিমার্গেও বেহদের বাবাকে সবাই স্মরণ করে । অবশ্যই তাদের কখনো বাবার সাথে মিলন হবে । এখানেও বাবা বলেন ---আমি তোমাদের বাবা, আমিই তোমাদের শিক্ষা দিই অর্থাত্ এই ড্রামার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমিই দিই । একেই জ্ঞান বলা হয় । বাকি শাস্ত্রতে আছে ভক্তিমার্গের জ্ঞান । তাতে কোনো মুক্তি বা জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না । বাবা বলেন সকলের মুক্তি বা জীবনমুক্তি আমিই দিই । আমাকেই মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিতে আসতে হয় । তাই কল্পে - কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আমাকে আসতে হয় । ড্রামা অনুসারে মায়া রূপী পাঁচ বিকার তোমাদের দুঃখী বানায় । তোমরা জানো যে এখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে । এখন বিনাশ হবে । সেই সময় কোনো কারণ ছাড়াই রক্তের নাটকের পার্ট শুরু হবে । তখন কতো রক্তের নদী বইবে, সত্যযুগে কিন্তু ঘিয়ের নদী বইবে । যখন রক্তের নদী বইবে তখন চারিদিকে হাহাকার শুরু হবে । সবাই খুব দুঃখী হবে । এখন বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বাবার এই সেবা বাড়াতে হবে । সাহায্যকারী তোমাদের দ্বারাই এই ভারত স্বর্গ হবে । তোমরা জানো যে, আমরাই সেই হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চা, যারা ভারতে আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করি । আমরা বাবার থেকে দৈবী স্বরাজ্যের আশীর্বাদী বর্সা গ্রহণ করি । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা এই সেবার নানা উপায় বের করতে থাকো । বাবারও তো সেই চিন্তাই চলতে থাকে, তাই না । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । এ খুবই সুন্দর জিনিস, এর উপরে তোমরা খুব ভালো সেবা করতে পারো । এই রাজধানী স্থাপন করাতে বা ভারতের রাবণ রাজ্যকে পরিবর্তন করে রাম রাজ্য স্থাপন করাতে কোনো খরচ নেই । তোমরা হলেই নন - ভায়োলেন্স, অহিংসক । তোমরাই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংসা পরম ধর্ম হও ।

তোমরা বলো যে -- আমাদের বাবার সাহায্যকারী হয়ে ভারতকে হীরের তুল্য বানাতে হবে । কল্পে - কল্পে আমরা এই সেবাই করি । এখন আমরা সেই গড - ফাদারলী সার্ভিস করছি । এখানে গড

ফাদারলী স্টুডেন্টও যেমন আছে, তেমনি গড ফাদারলী চিলড্রেনও আছে । আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব । যারা বাবার বাচ্চা হয়, তাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে । বাবা বলেন, সাবধান থেকো, কখনোই কোনো ভুল করে ফেলো না । বাবা অনেক ধরনের সেবা বলে দেন যে কিভাবে ভারতবাসীদের বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার রাস্তা বলা যায় । তাদের বোঝানো হয় যে, এই আশীর্বাদী বর্সা হলো সত্যযুগের ২১ জন্মের জন্মসিদ্ধ অধিকার । সত্যযুগী দৈবী রাজত্ব তোমাদের গড ফাদারলী জন্মসিদ্ধ অধিকার । বাবাই হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী । তোমাদের পুরুষার্থ এখানেই করতে হবে । এমন নয় যে, তা সত্যযুগে করবে । বাবাকে বোঝাতে হয়, তখনই সমস্ত বাচ্চারা শোনে । এই গোলা হলো স্বদর্শন চক্রের, আয়রন সীটে বড় বড় বানিয়ে কোনো বড় জায়গায় রাখো । নীচে সবকিছুই লেখা আছে । যারা দেখবে, তারাই বুঝবে যে, এ তো ঠিক কথা । সময় ধীরে ধীরে কাছে আসতে থাকবে । মানুষ মনে মনে বুঝতে পারবে যে,বরাবর সত্যযুগ খুব কাছাকাছি । বাবা সময় মতো বাচ্চাদের সেবার প্রতি রায় দিতে থাকেন । তিনি বলেন – এমন করো তাহলেই সেবা বাড়তে থাকবে । প্রত্যেকেই নিজের ঘরে এই বোর্ড লাগাও । শিববাবার চিত্রও যেন থাকে, তিনিই হলেন গীতার ভগবান । তাতে যেন লেখা থাকে যে – দৈবী স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । প্রত্যেকেই নিজের ঘরে বোর্ড লাগিয়ে দাও । তোমরা তো জ্ঞান – গঙ্গা । এই বোর্ড দেখে অনেকেই আসবে । তাদের বোঝাতে হবে । তোমাদের আত্মাদের বাবা হলেন নিরাকার । তোমরা সকলেই ভাই – ভাই । আমরা সেই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । এর পরে অনেক ধুমধাম হবে যে, সেই ভগবান এখানে এসেছেন । নাম তো হলো ব্রহ্মাকুমার – কুমারী । শিববাবারও নাম আছে । এর পরের দিকে মানুষ বুঝতে পারবে যে, রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হবে । এই যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন হয় কেননা এখানে কেউই রাজা – রাণী নেই । এখানে এখন প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব । কাউকে বোঝালে সে যদি ব্রহ্মাকুমারীর পক্ষ নিয়ে নেয়, তাহলেও অনেকে হাঙ্গামা করে দেবে । মনে করে সমস্ত ধর্ম মিলে যেন এক হয়ে যায় । এখন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আছে, তারা কিভাবে এক হবে । নিজেরাই বলে – আমরা কোনো ধর্ম মানি না । নিজের ধর্মকে ভুলে যাওয়া – এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ । যখন অন্য ধর্ম স্থাপন হয় তখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় তাই তখন সবাই নিজেদের হিন্দু বলে দেয় । দেবতা ধর্ম যখন লোপ হয়ে যায়, তখন বাবা বলেন, আমি আবার সেই দেবী – দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছি । সামনে অনেক ধর্মের বিনাশও হবে । বাকি কতো সময় আছে । নানা বিপর্যয়ও আসবে । মানুষ তো বলে থাকে, সত্যযুগ আসতে লাখ বছর বাকি । তোমরা জানো যে, আজ নরকে আছি, কাল স্বর্গে যাবো । আমরা আত্মারা এখন ছুটছি । এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । দুঃখের পার্টও সম্পূর্ণ হয়েছে । ব্যস বাবা, এখন আমরা এলাম বলে । এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম । সাজন বাবা এখন এসেছেন । তিনি বলেন – এখন তোমরা পবিত্র দুনিয়ার যোগ্য হও, তাহলেই আমি সাথে করে নিয়ে যাবো । যোগে যদি যোগ্য হতে না পারো তাহলে শাস্তি খেতে হবে । আবার পদও কম হয়ে যাবে । এই কথা তো খুবই সহজ । বেহদের বাবার থেকে তোমরা বেহদের সুখ পাও, তাই সেই বেহদের বাবাকে আর বেহদের সুখকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা যত চাও স্মরণ করো, আর যত স্মরণ করবে, তেমন পদ পাবে । আট ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করার প্রয়োজন । তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । তোমরা এই কথাও জানো যে, আগের কল্পের মতোই বাচ্চারা পুরুষার্থ করে । একে সাক্ষী হয়ে দেখা হয় -----কে কতটা পুরুষার্থ করে অতি প্রিয় বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেয় । কল্প – কল্পান্তর তাই নেওয়ার জন্য অধিকারী হবে ।

বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন স্বর্গের জন্য । লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের কতো দেখভাল করেন । বেহদের বাবাকেও কতো দেখভাল করতে হয় । মায়া অনেক হয়রান করে, অসুস্থ করে দেয় । তখন বাবা এসে ওষুধ দেন । সে হলো সঞ্জীবনী বুটি । বাকি হনুমান কোনো পাহাড় থেকে বুটি নিয়ে আসে নি । কেবলমাত্র বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ না করলে বর্সাকে স্মরণ করতে পারবে না । এখন ভক্তি মার্গ অর্থাত্ ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হচ্ছে । এরপর বাবা এসে দিন স্থাপন করেন । অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার রাত । এ তো ঘোর অন্ধকার, তাই না । প্রতি মুহূর্তে বাচ্চারা বোঝালে তাহলেই লৌকিক এবং পারলৌকিক মাতা পিতার খুব ভালো প্রদর্শন হবে । রচয়িতা বাবার কাজ হলো -- স্ত্রী, বাচ্চা সবাইকে নিজের সাথী করা । নিজের রচনাকেও তো পথ বলে দিতে হবে । কাম চিতার পরিবর্তে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে । এই বোর্ড খুব সুন্দর হতে পারে । বাবার তো খুব আশা থাকে । বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী । তিনি কেমন বসে বাচ্চাদের পালনা করেন । এ কথা তো বলা হয় যে - রাস্তায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণ ফেঁসে গেলো, বাবা থোড়াই জনতেন যে তিনি প্রবেশ করবেন, আমি ব্রহ্মা হবো, তারপর শ্রীনারায়ণ হবো । তিনি কতো গালি খেয়েছেন । বাবা বলেন যে, তোমাদের থেকেও আমার অনেক বেশী গ্লানি করে । তোমাদের তো এক, দুটি গালি দেয় আর আমাকে তো নুড়ি-পাথরে বলে দেয় । আমার কতো নিন্দা করে দিয়েছে । রাজ্য - ভাগ্য পেতে হলে গালি খাওয়া কোনো বড় কথা নয় । আমাকে তো অর্ধেক কল্প ধরে গালি দিয়ে এসেছে । এও এই ড্রামার খেলা বানানো হয়ে আছে ।

বাবা বলেন যে -- আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, আমি এনার মধ্যে এসেছি । তোমরা এনার দাড়ির লাজ রাখো । এনার দাড়ি অর্থাত এনার সম্মান । এখন কোনো কলঙ্ক লাগিও না । বিকারকে যোগবলের দ্বারা দূর করতে থাকো । কল্পে কল্পে তোমরা মায়াকে জয় করে জগতজিত হয়ে এসেছো । প্রজারাও স্বর্গের মালিক হয় কিন্তু তোমরা পুরুষার্থ করে মাতা-পিতার হৃদয়াসনকে জয় করো । এ হলো রাজযোগ । বাবা জানেন যে, মাম্মা - বাবা প্রথম নম্বরে যান । মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা আর ইনি অধর কুমার । বাচ্চারা ঘরে এমন কোনো কাজ করলে বাবা বলেন, আমার দাড়ির লাজ রাখো । আমার নাম বদনাম করো না । খুব ভালোভাবে ঘরে ঘরে যেন এই বোর্ড লাগানো থাকে যে -- তোমরা এসে বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও । রাজাদের, সন্ন্যাসীদের পরের দিকে জাগতে হবে । দিন প্রতিদিন তোমরাও তীক্ষ্ণ হতে থাকবে । তোমরা শক্তি পেতে থাকবে । তোমরা দেখছো যে সামনে বিনাশ উপস্থিত, লড়াইও লাগবে । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । আমরা হলাম ব্রাহ্মণ । এই ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হবে । তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, তত উঁচু পদ পাবে । দিন প্রতিদিন এ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে । বাবার রূপও তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে । তিনি হলেন তারার মতো কিন্তু নতুনদের প্রথমেই এই কথা বলবে না । যখন খুব ভালোভাবে বুঝবে, তখন বলবে । যখন জিজ্ঞেস করবে, এত বড় রূপ, তখন বুঝিয়ে বলবে । এমন সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয় কিন্তু এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । আত্মা যেমন ঝলমলে তারা, বাবাও ঠিক তেমন । তাঁকেই পরমপিতা পরম - আত্মা বলা হয় । তাহলে পরমাত্মা হয়ে গেলো । তিনি এনার মধ্যে আসেন । এসে পাশে বসেন । যেমন গুরুর কাছে শিষ্য বসে যায় । তিনি শেখান, তোমরা হলে বাচ্চা । ইনিও পাশে থাকেন । বাপদাদা কম্বাইন্ড কিন্তু এ হলো গুহ্য রহস্য । কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে তখন বোঝাতে হবে । না বাবা - বাবা করতে থাকো । বাবা তোমাদের স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখান । বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, এই সময় পর্যন্ত যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, তা সবই ড্রামা । বিঘ্ন তো আসতেই থাকবে । বাচ্চাদের কাছে মায়া জোরে তুফান আনবে কিন্তু তোমরা হাত ছেড়ো না । মায়া হলো অজগর ।

খুব ভালো ভালো সন্তানদেরও খেয়ে নেয় । আগের কল্পেও এমনই হয়েছিলো । যারা তীক্ষ্ণ বিশালবুদ্ধির বাচ্চা হয়, তারা প্রতিটি কথাই বুঝতে পারে । তারা বিচার সাগর মন্থন করবে যে, আমরা এমন – এমনভাবে কাউকে বোঝাবো, দান করবো । বাবা হলেন রূপ বসন্ত । তোমরাও হলে রূপ বসন্ত । বাবা বলেন যে, আমি হলাম স্টার, আমার মধ্যে এই পার্ট ভরা আছে । প্রতিটি আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে । এই কথা সাইন্সের অহংকারীরা বুঝতে পারে না । ওই রেকর্ড তো ঘষে নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায় কিন্তু তারার মতো আত্মা হলো অবিনাশী যার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । এর কোনো অন্তই হয় না । অন্তও যখন নেই, তখন আদিও নেই, এ চলেই আসছে । এই ড্রামার রহস্য এখন তোমরা বুঝছো । তোমরা হলে – অন্ধের লাঠি । তাদের পথ বলে দিতে হবে । এখন সকলেরই হলো বাণপ্রস্থী অবস্থা । বাণীর উর্ধে যেতে হবে । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো, তাই যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে । একে রুহানী যাত্রা বলা হয় । বাবা বলেন -- হে আমার পথিক বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ো না । তোমাদের বাবা এবং রচনাকে স্মরণ করতে হবে । এই রচনার মালিক হতে হবে । এ তো অতি সহজ । তোমরা সবসময় শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । গাড়ি চালানোর সময়ও বুদ্ধির যোগ কোথায় থাকা উচিত ? বাবা নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে ---আমি নারায়ণের পুজো করতে বসতাম, তো বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো । তখন নিজেকে চড় মারতাম । তো এখনো বুদ্ধি দৌড়াতে থাকে । আমাদের পুরুষার্থ করতে করতে তাঁর স্মরণে শরীর ত্যাগ করা উচিত । ভক্তিতে মানুষ বলে --- কৃষ্ণের স্মরণে শরীর ত্যাগ করলে আমরা কৃষ্ণপুরী চলে যাবো কিন্তু কৃষ্ণ তো সকলের বাবা নন । সকলের বাবা হলেন একজনই । সকলের সদ্গতিদাতা "রাম" বাবা এসেই সকলের সদ্গতি করেন । মুক্তি তো সকলেই পায় কিন্তু যারা প্রথমে আসবে তারা অবশ্যই সুখ দেখবে । নতুন আত্মা যখন উপর থেকে আসে তখন তার অনেক মান থাকে । যার মধ্যেই প্রবেশ করুক না কেন, তার নাম উজ্জ্বল হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । আমরাই এখন সেই দেবী – দেবতা তৈরী হচ্ছি । তোমরা ব্রাহ্মণরাই এখন সঙ্গমযুগে আছো, বাকি সবাই কলিযুগে । এখানে যারা আসেন, তারা মানবে যে, এখন কলিযুগের অন্ত । দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । তাই এ হলো মহাভারী মহাভারত লড়াই । তোমাদের দ্বারাই সকলে জ্ঞান পায় । মায়েদের তুলে ধরার জন্য বাবা আসেন কেননা মায়েদের উপর অনেক অত্যাচার হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণের পুরুষার্থ কে কতটা করে, তা সাক্ষী হয়ে দেখে, স্বয়ং আট ঘন্টা পর্যন্ত বাবাকে স্মরণের পুরুষার্থ করতে থাকো ।

২) বাবার সমান রূপ বসন্ত হয়ে বিচার সাগর মন্থন করে জ্ঞান দান করতে হবে । অন্ধের লাঠি হতে হবে ।

বরদান :-- অল্পকালের সংস্কারকে অনাদি সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তন করে বরদানী, মহাদানী হও

অল্পকালের সংস্কার, যা না চাইলেও আমাদের বাণী এবং কর্ম করিয়ে থাকে, তাই তো বলো -- আমার এই উদ্দেশ্য ছিলো না বা এই লক্ষ্য ছিলো না কিন্তু হয়ে গেলো । কেউ বলে যে, আমি ক্রোধ করি নি কিন্তু আমার বলার সংস্কারই এমন -----তাই এই অল্পকালের সংস্কারও অনেকসময় বাধ্য করে দেয় । এখন এই সংস্কারকে অনাদি সংস্কারে পরিবর্তন করো । আত্মার অনাদি, প্রকৃত সংস্কার হলো সদা সম্পন্ন, সদা বরদানী আর মহাদানী ।

স্লোগান :-- পরিস্থিতি রূপী পাহাড়কে উড়তি কলার পুরুষার্থ দ্বারা পার করাই হলো উড়ন্ত যোগী হওয়া ।